জাতীয়তা ও দেশপ্রেম (Nationality and Patriotism)

ইউনিট ১২

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই হচ্ছে জাতি রাষ্ট্র। একেকটি জাতি জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছে। এমন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই তার রাষ্ট্রের প্রতি বিশেষ আনুগত্য ও ভালবাসা প্রকাশ করে, অর্থাৎ দেশের প্রতি তার গভীর প্রেম থাকে। একটি দেশের উন্নয়নে কেবল তার অর্থনৈতিক সূচক ঊর্ধ্বগামী হলেই তার উন্নতি হয় না, সেজন্য দেশ ও জাতির প্রতি মমত্ববোধও প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত একজন নাগরিক দেশ ও জাতির জন্য জীবন দিতেও কুন্ঠাবোধ করে না। যে জাতির জাতীয়তাবোধ যত বেশি তার দেশপ্রেমও তত বেশি এবং উন্নয়নও দ্রুত হয়। এ ইউনিটতে মূলত: জাতি ও জাতীয়তার ধারণা, পার্থক্য, জাতীয়তার উপাদান, দেশপ্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-১২.১ঃ জাতি ও জাতীয়তার ধারণা পাঠ-১২.২ঃ জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য	পাঠ-১২.৩ঃ জাতীয়তার উপাদান পাঠ-১২.৪ঃ দেশপ্রেম

পাঠ-১২.১ জাতি ও জাতীয়তার ধারণা (Concepts of Nation and Nationality)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- জাতীয়তার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- জাতি ও জাতীয়তার উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জাতি, জাতীয়তা, ঐক্যবোধ, সমগোত্রীয়

জাতি

লাতিন শব্দ Natio হতে ইংরেজি 'Nation' (নেশন) কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। ইংরেজিতে 'নেশন' এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'জাতি'। জন বার্জেস ও স্টিফেন লিকক এর মত পন্ডিতেরা গোত্রগত বা বংশগত ঐক্যের অর্থে জাতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। বার্জেসের মতে, যারা গোত্রগত ও ভৌগোলিক ঐক্যের ভিত্তিতে বিশেষ এলাকায় একত্রে বসবাস করে তারাই জাতি। লিকক বলেন, বংশগত ও ভাষাগত ঐক্যের বন্ধনে যে মানবসমাজ আবদ্ধ তারাই জাতি। কিন্তু উভয় লেখকের প্রদত্ত সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ। ইংরেজ চিন্তাবিদ টি এইচ গ্রিন জাতির যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, æthe nation underlies the state" এবং রাষ্ট্র বলতে বুঝায় æthe nation organised in a certain way."

উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর হতে জাতির বস্তুনিষ্ঠ সংজ্ঞা নিরূপণ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট তৎপরতা দেখা যায়। তাঁরা অনেকেই এর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে যথেষ্ট সাফল্যেরও পরিচয় দান করেন। তাঁদের মতামত অনুসরণ করলে এটি প্রত্যক্ষ হয় যে, ভাষা, প্রথা, ঐতিহ্য কিংবা জাতিকতার ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয়ে যে

মানব সমাজ 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার' দাবি করে অথবা রাষ্ট্র গঠনে সমর্থ হয় তারাই জাতি হিসেবে অভিহিত হতে পারে। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে জনসমাজ বাস্তবে ইহা ধারণ করে অথবা ইহা অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করে তারাই জাতি। লর্ড ব্রাইসের ভাষায়: "A nation is a nationality which has organised itself into a political body, either independent or desiring to be independent."

কিন্তু ক্রিস্টোফার হায়েস জাতির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা থেকে মনে হয় যে, একটি মানবগোষ্ঠী ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব অর্জন দ্বারাই জাতিরূপে গণ্য হতে পারে। রামসে মুর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; তিনি বলেন: "জাতি একটি মানবসমষ্টি যারা বিশেষ সাদৃশ্যবশত স্বাভাবিকভাবেই সন্নিবদ্ধ হয়েছে বলে অনুভব করে এবং এ সাদৃশ্য তাদের নিকট এতই প্রবল ও বাস্তব যেজন্য তারা স্বচ্ছন্দে একত্রে বসবাস করতে পারে। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অসন্তোষ এবং যারা এই বন্ধনের সাথে সম্পর্কহীন তাদের অধীনতাও তারা সহ্য করতে পারে না।"

অধ্যাপক আর এন গিলক্রিস্টের মতে জাতি ও রাষ্ট্র সমার্থবোধক, শুধু প্রভেদ এই যে, রাষ্ট্র অপেক্ষা জাতির অর্থ অধিক ব্যাপক। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের পরিচয়ে জাতির পরিচয়; যেমন ইন্দোনেশীয় বলতে আমরা ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জাতিকে বুঝে থাকি। এ এস হমবি এর মত পন্ডিতেরা জাতি বলতে বোঝান এমন একটি বৃহদাকার জন সম্প্রদায়কে যারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাস করে, সাধারণত একই ভাষায় কথা বলে এবং যাদের একটি রাজনৈতিক চরিত্র বা রাজনৈতিক আকাঙ্খা থাকে।

জাতীয়তা

জাতীয়তার ধারণা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত। অলিভার ভঙ্ক এর মত গবেষক মনে করেন জাতীয়তা হচ্ছে একজন ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার আইনী বন্ধন। জাতীয়তার মাধ্যমে ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্রের আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। জাতীয়তা দ্বারাই ব্যক্তি রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুরক্ষা লাভ করে। তবে জাতীয়তার ধারণা যে সব সময় রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত তা নয়। কখনো কখনো জাতীয়তা দ্বারা একটি জাতিগোষ্ঠীকে নির্দেশ করা হয় যার সদস্যরা একই ধরনের ভাষা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, সংস্কৃতি, ইতিহাস বা সমরূপ কোন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির মতে জাতীয়তা "একটি ঐক্যবোধের পরিচায়ক। এর অংশীদাররা বাকি মানবসমাজ হতে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত হয়।" এই ঐক্য একক ইতিহাস, বিজয় কাহিনী কিংবা যুগ্ম প্রচেষ্টায় সৃষ্ট ঐতিহ্যেরই ফল। এসবের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বোধ ঐক্যের বন্ধন তৈরি করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ক্রিস্টোফার হায়েস প্রদত্ত 'জাতি'র সংজ্ঞাটি উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

জাতি হল বিশেষ চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী যাদের গোত্র ও ভৌগোলিক মিল রয়েছে। তারা সাধারণত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে বা অর্জন করেছে। তাদের ঐক্য বা সাদৃশ্য একান্তই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু যখন এটিকে তারা আইনীরূপে নিয়ে আসে তখনই রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় এবং তারা একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয়তার অধিকারী হিসেবে পরিচিতি পায়। অর্থাৎ জাতীয়তা হল একটি পরিচয়বোধ বা ঐক্যের মানসিক অনুভূতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "একটি মানবগোষ্ঠী ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব অর্জন দ্বারাই জাতিরূপে গণ্য হতে পারে"। এটি কার বক্তব্য?
(ক) লর্ড একটন (খ) লর্ড রিপন
(গ) লর্ড ব্রাইস (ঘ) ক্রিস্টোফার হায়েস

১। "জাতীয়তা একটি ঐক্যবোধের পরিচায়ক" এ কথা কে বলেছেন?
(ক) ল্যারি ডায়মন্ড (খ) নোয়াম চমস্কি
(গ) হ্যারল্ড লাস্কি (ঘ) ফ্রেডরিখ নিটশে

পাঠ-১২.২ জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য (Difference between Nation and Nationality)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ সম্ভব হবে।
- কোনটি জাতি ও জাতীয়তা কেমন তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মানসিক অনুভূতি, রাজনৈতিক সংগঠন, ভৌগোলিক ঐক্য।

জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য

জাতি ও জাতীয়তা প্রত্যয় দুটিকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এদের মাঝে পার্থক্য নিরুপণ করেছেন। জাতি হল একটি ঐক্যবদ্ধ মানবগোষ্ঠী যাদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হবার মতো সমরূপ বা প্রায় সমরূপ দৈহিক গঠন, ভৌগোলিক ঐক্য, ভাষা, চিন্তার ধারা, সাহিত্যের মিল, সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধ থাকার চেতনা রয়েছে। তবে আধুনিককালে জাতি গঠনের জন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখন্ড অপরিহার্য। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে মানবগোষ্ঠী সর্বদা একতার অনুভূতি অনুভব করে, যাকে জাতীয়তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নিচে জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা হল। তবে এই পার্থক্যগুলোকে কোনভাবেই সর্বজন স্বীকৃত বলা যাবে না।

জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্য নিম্নরূপ-

জাতি	জাতীয়তা
১। জাতি একটি বৃহৎ গ্রুপ বা দল। এর মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়তার মানুষ থাকতে পারে।	১। জাতীয়তা জাতি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত।
২। ঐক্য এবং সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার বদৌলতে একটি জাতীয়তা জাতিতে পরিণত হয়।	২। জাতীয়তার জন্য সার্বভৌমত্ব কোন শর্ত নয়।
৩। একটি জাতীয়তা যখন একটি রাষ্ট্র তৈরি করে ফেলে তখনই একটি জাতির জন্ম হয়।	৩। জাতীয়তার মধ্যে স্বাধীনতার চেতনার স্ফুরণ দেখা দিলেই, একটি জাতীয়তা একটি জাতিতে পরিণত হয় বলে অনেকে মনে করেন।

একটি জনগোষ্ঠীর মাঝে যখন জাতীয়তার সৃষ্টি হয় তখন তা জাতি গঠনের দিকে এগিয়ে যায়। জাতীয়তা গঠনে অনেকগুলো উপাদান এর মধ্যে ঐক্য থাকা দরকার। তবে অনেকগুলো উপাদানের মাঝে মিল থাকলেই জাতি গঠন হয় না। একত্রে বা ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুভূতিটাও জরুরি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করুন।

সার-সংক্ষেপ

একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তা হচ্ছে একটি মানসিক ঐক্যের অনুভূতি। এই ঐক্যের অনুভূতি নানা উপাদানে তৈরি। জাতি হচ্ছে এই ঐক্যের একটি রাজনৈতিক প্রকাশ, যা একটি স্বাধীন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। তাই জাতীয়তা ছাড়া জাতি গঠন ভাবা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতীয়তা হচ্ছে-

(ক) একটি ঐক্য বোধ　　(খ) একটি বিচ্ছিন্নতা বোধ

(গ) আন্তর্জাতিকতা বোধ　　(ঘ) ধর্মীয় চেতনা

২। 'ক' রাষ্ট্রটি অনেক বড়। এর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমনকি চেহারাগত অমিল রয়েছে। রাষ্ট্রটির নাগরিকদের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক-

ক. জাতি এক　　খ. জাতীয়তা এক

গ. এটি কোন রাষ্ট্র নয়　　ঘ. উপরের কোনটি নয়

৩। আরব রাষ্ট্রসমূহ একই আরবী ভাষা প্রচলিত হলেও সেখানে বহু ______ বিদ্যমান। শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে?

(ক) জাতি　　(খ) জাতীয়তা

(গ) গোষ্ঠী　　(ঘ) ধর্মীয় সম্প্রদায়

পাঠ-১২.৩ জাতীয়তার উপাদান (Elements of Nationality)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- জাতীয়তার উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- উপাদানগুলো কেন অপরিহার্য তা অনুধাবন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ঐক্য, বংশ, ভৌগোলিক, ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম, আত্মিক।

জাতীয়তার উপাদান

জাতীয়তা বলতে আমরা সেই জনসমাজকে বুঝি, যারা দেশ, ভাষা ও সাহিত্য, রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। এই ঐক্যসূত্রগুলোই জাতীয়তার উপাদান। জাতীয়তার উপাদান অনেক, তবে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (ক) বংশগত ঐক্য, (খ) ভৌগোলিক ঐক্য, (গ) ধর্মের ঐক্য, (ঘ) ভাষা ও সাহিত্যের একতা, (ঙ) রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একতা, (চ) সাধারণ রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা।

(ক) বংশগত ঐক্য : বংশগত ঐক্য জাতীয়তার অন্যতম উপাদান। এটি এক জাতির লোককে অন্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র রাখে। কিন্তু বর্তমানে বংশের বা কূলের এত বেশি সংমিশ্রণ ঘটেছে যে কোন জাতিই আর খাঁটি বংশের দাবি করতে পারে না। বংশগত ঐক্যের দিক থেকে ইংরেজ ও জার্মান জাতির মধ্যে বহু মিল থাকা সত্ত্বেও তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। অপরপক্ষে আমেরিকায় বহু বংশজাত জনসমষ্টি থাকা সত্ত্বেও তারা এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত: বংশগত ঐক্য ছাড়াও জাতীয় মনোভাবের সঞ্চার হতে পারে। সুতরাং বলা যায়, বংশগত ঐক্য জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করলেও, এটিকে জাতীয়তার জন্য অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে গণ্য হয় না। কানাডায় বংশগত ঐক্য নেই বললেও চলে।

(খ) ভৌগোলিক ঐক্য : ভৌগোলিক ঐক্য জাতীয়তার আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুকাল বাস করার ফলে জনসমষ্টির মধ্যে দৃঢ় ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়। সাধারণত ধরে নেয়া হয় যে, জাতি গঠনের জন্য জনসমষ্টিকে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করতে হয়। এভাবে দেখলে যাযাবর গোষ্ঠী জাতিতে পরিণত হতে পারে না। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে, এ উপাদানটিও জাতীয়তার জন্য অপরিহার্য নয়। ইহুদিরা বহু দিন যাবৎ কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বাস না করেও নিজেদের এক জাতি বলে মনে করত।

(গ) ধর্মের ঐক্য : ধর্মের ঐক্য জাতীয়তা সৃষ্টিতে কখনো-কখনো ভূমিকা পালন করে। এক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহজেই এক ঐক্যভাব জাগ্রত হয়। ইহুদিরা ধর্মের প্রভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন করে। অবিভক্ত ভারতের মুসলমানগণও ধর্মের নামে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। তথাপি বলা প্রয়োজন, ধর্মের ঐক্য জাতীয়তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয় না। সাধারণত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়েই জাতি গঠিত হয়। বর্তমানে ধর্মের ক্ষেত্রে উদারনীতি গৃহীত হওয়ায় এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব জাগ্রত হওয়ায় ধর্মের ঐক্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না।

(ঘ) ভাষা ও সাহিত্যের একতা : ভাষার ঐক্য জাতীয়তার ভাবধারা সৃষ্টিতে ব্যাপক সাহায্য করে। এক ভাষাভাষী জনসমষ্টি ও একই সাহিত্যের পাঠকবৃন্দ স্বভাবতই দৃঢ় ঐক্যবোধ অনুভব করে। কিন্তু ভাষার ঐক্যই সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেও অনেক ক্ষেত্রে একটি জনগোষ্ঠী জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। বেলজিয়ামের অধিবাসীবৃন্দ দু'ভাষায় কথা বলেও এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। সুইজারল্যান্ডে তিনটি ভাষা, চীনে বহু ভাষা প্রচলিত থাকলেও সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছে। অপরপক্ষে, ইংরেজ ও আমেরিকানগণ একই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেও দুটি জাতি। তারা এক জাতিতে রূপান্তরিত হয়নি। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রসমূহেও একই আরবী ভাষা প্রচলিত, তথাপি সেখানে বহু জাতি বিদ্যমান।

(ঙ) রীতি-নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য : জাতীয়তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান রীতি নীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য। একই ঐতিহ্য, একই ইতিহাস, দলগত জয় পরাজয়ের গৌরব ও গ্লানি, একই প্রথা-পদ্ধতি জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে। এক সঙ্গে অত্যাচারিত এবং পরাধীন থাকার স্মৃতি, ঐতিহাসিক কোন ঘটনায় অংশগ্রহণের স্মৃতি, এক ঐতিহ্যের অধিকারী হবার গৌরব জাতীয়তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(চ) সাধারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা : একই ধরনের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, একই শাসনব্যবস্থা, একই রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে কোন জনসমষ্টিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়।

(ছ) মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবোধ: জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবোধের ভূমিকাই মুখ্য বলে অনেকে মনে করেন। আধুনিক অনেক মনস্তত্ত্ববিদগণের মতে, জাতীয়তার মূল উপাদান হল সংহতি বোধ এবং যুক্ততার অসীম আনন্দ। ফরাসী পন্ডিত আর্নেস্ট রেনানের মতে, জাতীয়তাবোধ একটি মানসিক সত্তা, এক প্রকার সজীব মানসিকতা। ভূখন্ডের সীমা, কূল, ধর্ম, ভাষা, এমনকি ইতিহাস-ঐতিহ্যের মধ্যেও এর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এই উপাদানগুলোর প্রত্যেকটি পরোক্ষভাবে মনকে মিলনের জন্যে প্রস্তুত রেখে জাতীয়তাবোধ গঠনে সহায়তা করে। সংহতিবোধ এর প্রাণ স্বরূপ। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি একই কথা বলেন। তিনি বলেন, “জাতীয়তার ধারণাটি অপরিহার্যভাবেই একটি আত্মিক ব্যাপার”।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	জাতীয়তা গঠনের উপাদানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সার-সংক্ষেপ

জাতীয়তা হল একটি জনসমাজের ঐক্যবোধের অনুভূতি। এই জনসমাজ যখন ভাষাগত, ঐতিহ্যগত, বংশগত, ভৌগোলিক, রীতি-নীতি, সাহিত্য, রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিজেরকে একই ধরনের মনে করে তখনই জাতীয়তা সৃষ্টি হয়। তবে এর চূড়ান্ত স্বীকৃতির জন্য রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র প্রয়োজন। এই অনুভূতি দীর্ঘদিনে তৈরি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নীচের কোনটি জাতীয়তার উপাদান নয়?
(ক) বংশগত ঐক্য (খ) ভৌগোলিক ঐক্য
(গ) ধর্মের ঐক্য (ঘ) একই ধরণের পোশাক

২। জাতীয়তার উপাদান একটি নয়, একাধিক। বক্তব্যটি-
(ক) মিথ্যা (খ) সত্য
(গ) অর্ধেক সত্য (ঘ) উপরের কোনটিই না

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন জাতীয়তার উপাদান হল-
i. ভাষা ii. পোশাক-পরিচ্ছেদ iii. পেশা
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i খ) ii
গ) ii ও iii ঘ) i ও ii

পাঠ-১২.৪ দেশপ্রেম (Patriotism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- দেশপ্রেমের ধারণা পাবেন
- দেশপ্রেমকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন
- উগ্র দেশপ্রেমের ফলে কি হয় জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	দেশপ্রেম, উগ্রদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ

দেশপ্রেমের ধারণা

দেশপ্রেম দ্বারা জন্মভূমির প্রতি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়। দেশপ্রেম বলতে সেই নৈতিক মূল্যবোধকে বোঝানো হয় যা দ্বারা ব্যক্তি তার স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জন্মভূমির স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে অনেক সময় সমার্থক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কেউ কেউ আবার এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে চান। তাঁদের মতে দেশপ্রেম একটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সাহস বোঝায়। পক্ষান্তরে, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে দেশপ্রেমের এমন এক পর্যায় যখন একটি জাতি অপর জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার মানসিকতা তৈরি হয়।

দেশপ্রেমকে ইংরেজিতে Patriotism বলা হয়। শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ *patriota* থেকে যার অর্থ "countryman" বা "দেশীয় লোক" এটি গ্রীক শব্দ *patriōtēs* বা *স্বদেশী এর সমার্থক।* Merriam-Webster Dictionary মতে, দেশের প্রতি জনগণের ভালবাসাই দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম হচ্ছে নিজ দেশের প্রতি ভালবাসা। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, রাষ্ট্র অনেক সময় একটি সমজাতীয় পরিচয় নির্মাণ শক্তিশালী করতে দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করে। দেশপ্রেমে যখন দেশের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা হিসেবে প্রকাশ পায় তখন তা জাতি গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠী দেশের জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। যেমনটি আমরা দেখেছি ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে। ভিয়েতনামকে রক্ষা করার জন্য লক্ষ-লক্ষ লোক তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

অন্যদিকে, অতিমাত্রায় দেশপ্রেম উগ্রপন্থার জন্ম দেয়। যেমন, জার্মানির হিটলার, ইতালির মুসোলিনি উগ্র দেশপ্রেমেরই উদাহরণ। তাছাড়া ভারতের উগ্রবাদী 'হিন্দুত্ববাদী'রাও ভারতকে শুধু হিন্দুদের দেশ বলে বিশ্বাস করে। এই ধারণা তাদেরকে উগ্রপন্থার দিকে উৎসাহিত করেছে। জার্মানিতে হিটলার জার্মান জাতিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে তুলে অন্য জাতির মানুষদের ওপর হিংসাত্মক আচরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

একটি জাতির প্রতি চরম ভালোবাসা অনেক সময় স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। আর স্বাধীন রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য দেশপ্রেম জরুরি। আজকের এই বিশ্বায়নের ফলে তথ্য প্রযুক্তি তথা কম্পিউটার ও ইন্টারনেট মানুষে-মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছে। এই যোগাযোগ মানুষে-মানুষে আস্থার সম্পর্ক তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। নতুন বাস্তবতাতে দেশপ্রেমের সনাতনী ধারণা অনেকটাই পাল্টে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একাধিক রাষ্ট্র আজ অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার স্বার্থে নিজের সীমানা শিথিল করেছে। ইউরোপিয় ইউনিয়ন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে দেশপ্রেমের এই যোগাযোগের কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে পৃথিবীর নানান স্থানে দেশপ্রেমের নামে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে সহিংসতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	দেশপ্রেম ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য করুন।

সার-সংক্ষেপ

জাতি গঠনে দেশপ্রেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশপ্রেমের কারণে কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী নিজের মাতৃভূমির প্রতি প্রবল ভালবাসা অনুভব করে। এ বিষয়ে সমরূপ অনুভূতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবনও উৎসর্গ করতে পারে। অর্থাৎ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়েই একটি জনগোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে একটি জাতির জন্ম দিতে পারে। পক্ষান্তরে অন্য দেশ বা জাতির মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করে শুধু নিজ দেশের প্রতি বা জাতির প্রতি যুক্তিহীন ভালবাসা উগ্র দেশপ্রেম বা উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দেশপ্রেম হচ্ছে-

(ক) নিজের দেশকে ভালবাসা
(খ) অন্যের দেশকে ঘৃণা করা
(গ) নিজের দেশের প্রতি উদাসীন থাকা
(ঘ) নিজের দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া

২। উগ্র দেশপ্রেম একটি দেশের জন্য-

ক) প্রয়োজনীয়
খ) প্রধান শর্ত
গ) ক্ষতিকর
ঘ) কোনটিই নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কখনো-কখনো ধর্ম জাতীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারে। ধর্মীয় ঐক্য থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ হিসেবে বলা যায় পাকিস্তানের দুটি অংশের মাঝে ভাষা, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ এমন কি ভৌগোলিক ঐক্যও ছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের লাগামহীন শোষণ বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম হয় বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে কেবল মাত্র ধর্মগত ঐক্য একটি জাতি হয়ে ওঠার অনুভূতিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে না।

ক) জাতি ও জাতীয়তার উৎপত্তিগত শব্দ দুটি কি?
খ) জাতি কি?
গ) উদ্দীপকের আলোকে জাতীয়তার সকল উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।
ঘ) জাতীয়তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাদানে মিল থাকার পরও পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান কেন একটি জাতি গঠন করতে পারেনি? ফলশ্রুতিতে কি হয়েছিল ব্যাখ্যা করুন।

২। 'ক' একটি সংগঠিত জাতি। তাদের মাঝে জাতীয়তার বেশির ভাগ উপাদানের মিল রয়েছে। তারা স্বাধীনতার পর চার দশকের বেশি সময় অতিক্রম করেছে কিন্তু উন্নতির কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নি। সুশীল সমাজ লাগামহীন দুনীতি ও দেশপ্রেমহীনতাকেই এর জন্য দায়ী করেছেন। এ জাতির বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীই ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণে ব্যস্ত। ফলে এখনও বৃহৎ জনগোষ্ঠী দারিদ্রতা ও নিরক্ষতায় নিমজ্জিত।

ক) জাতি ও জাতীয়তার মূল পার্থক্য কি?
খ) দেশপ্রেম কি?
গ) উদ্দীপকের আলোকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তার সম্পর্ক আলোচনা করুন।
ঘ) "দেশপ্রেম না থাকলে জাতীয়তার অনুভূতি ও ঐক্য ম্লান হয়ে যায়"-ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ ঃ ১। ক ২। গ